বিশ্বপথিক ভারতরত্ন

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

স্বপন মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

কথামুখ ১৩
ভারত ইতিহাসে নবজ্যোতিষ্কের জন্ম ২৭
মক্কা থেকে ভারতের পথে আবুল কালাম ৩৩
মৌলানা আবুল কালামের অধ্যাত্মভাবনা ৩৭
বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম ও মৌলানা আজাদের ইসলাম এবং ভারতবর্ষ ৫৬
খিলাফৎ আন্দোলন ৬৭
কংগ্রেস সভাপতি ৮০
কংগ্রেস, সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ ৮৮
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কংগ্রেস, আবুল কালাম ৯৫
ক্রিপস্ মিশন এবং কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা ১০১
ভারত-ছাড়ো আন্দোলন এবং মৌলানা আজাদ ১০৭
পাকিস্তান এবং দেশভাগের দাবি ১১৯
ক্যাবিনেট মিশন, দেশভাগ ১৩১
মৌলানা আজাদের রাজনৈতিক জীবনের ভুল ১৩৯
ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে—ইতিহাসের অন্ধকার দিনগুলি ১৪৮
অন্তর্বর্তী সরকার—ভারত ভাগের প্রস্তুতি ১৫২
মৌলানার স্বপ্নভঙ্গ—জিন্নার কীটদষ্ট পাকিস্তান ১৫৮
স্বাধীন ভারতে বিষণ্ণ ভারতপথিক মৌলানা আজাদ ১৬৯
স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ১৭৮
বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ১৮৭
সদ্যোস্বাধীন দেশের শিক্ষানীতি ১৯৫
গ্রামীণ শিক্ষা পরিকল্পনা ২০০

শিক্ষার মাধ্যম ২০৩
দেশের ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদ ২০৫
সদ্যোস্বাধীন ভারতে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা ও তার সমাধান ২১০
শিল্প, চারুকলা, সংগীত, নাটক, সাহিত্য ২১৯
স্ত্রী শিক্ষা ও মৌলানা আজাদের অবদান ২২৪
শিক্ষা ও পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা—কেবল শিক্ষিতরাই স্বাধীন ২২৭
মৌলানা আজাদের উদ্যোগ—আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব ২৩১
শিক্ষা শিল্প সংগীত ও সংস্কৃতি ২৩৬
দার্শনিক মৌলানার সমাজচিন্তা ও শিক্ষাভাবনা ২৩৯
ট্র্যাজিক নায়ক মৌলানা আজাদ ও আমরা ২৪৪
সহায়ক গ্রন্থ ২৫৯
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনপঞ্জি ২৬১
নির্দেশিকা ২৬৫

ভারত ইতিহাসে নবজ্যোতিষ্কের জন্ম

কলকাতার এক গোপন আস্তানায় ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে কয়েকজন যুবক খুব মন দিয়ে এক বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের আবেগঘন বক্তৃতা শুনছে। সেই দেশপ্রেমিক বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের 'কর্মযোগিন্' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। এই বিপ্লবীর নাম শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। বক্তৃতার শেষে তিনি উপস্থিত যুবকবৃন্দের কাছে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আজ এক নতুন সভ্যের পরিচয় করিয়ে দেব। তোমাদের এই তরুণ বন্ধুটির নাম আবুল কালাম।'

সবার মধ্যেই একটু নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। সবার দৃষ্টি নতুন তরুণ বালক আবুল কালামের প্রতি। মুসলমান! ভাবা যায় না। কোনো মুসলমান যুবক গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেবে এটা অবিশ্বাস্য। লর্ড কার্জনের আমলে মুসলমানদের সরকারি কাজে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে বিপ্লবী কাজকর্ম সম্পর্কে গোপন সংবাদ সংগ্রহের কাজে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো যোগ নেই। বরং মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটি বড়ো অংশ প্রকাশ্যে, লিখিতভাবে এমনকি সভাসমিতি করেও লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। সেখানে একজন মুসলমান যুবক সংগঠনের সদস্যভুক্ত হয়েছেন—এটা বিস্ময়ের বটে। তবে সংগঠন যখন কাজে ডেকে নিয়েছে, তখন যথেষ্ট বাজিয়ে, বুঝেশুনেই তাকে সদস্যপদ দিয়েছে।

সভা শেষে শান্ত, নম্র তরুণ, আবুল কালাম বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকে দেশের মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলন থেকে মুসলমানরা বিছিন্ন হয়ে থাকবে কেন? অরবিন্দ ঘোষের লেখার প্রতিটি শব্দ তার খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। সে ঠিক করে শ্যামসুন্দরবাবুকে অনুরোধ করবে, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে। তার মনে নানা প্রশ্ন, সেসব প্রশ্নের উত্তর তিনি নিশ্চয় তাকে দিতে পারবেন।

ইসলাম ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ইসলাম ধর্মগ্রন্থ আবুল কালাম পড়েছেন। এই ধর্মগ্রন্থপাঠে তাঁকে সহায়তা করেছেন কলকাতার বিখ্যাত ইসলামধর্মবেত্তা বিদ্বজ্জনেরা। তাঁর কখনও মনে হয়নি যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। বরং স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হরণ করেছে। ফলে, তার বিরোধিতা দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর কর্তব্য। কার্জন যে রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন বাঙালির মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বীজ বপণ করবার

জন্যই বঙ্গভঙ্গ চায়—এ বিষয়ে আবুল কালামের কোনো সংশয় নেই। বিপ্লবী হিন্দু সমিতিগুলি যে মুসলমান বিরোধী—এর জন্য বিপ্লবীদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

পরিচয় হল অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। বরোদার এই অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন সবার মুখে মুখে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আবুল কালাম মুগ্ধ হলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন সম্পর্কে অরবিন্দের গভীর জ্ঞান আবুল কালামকে অনুপ্রাণিত করল। সুযোগ পেলেই তিনি অরবিন্দ ঘোষের কাছে চলে যান এবং তাঁর কথা শোনেন। এদিকে মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মুসলমানদের বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। লেফটন্যান্ট গভর্নর রামফিল্ড ফুলার তো খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন যে, মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের 'প্রিয় বধূ'। তাদের সবরকম সহায়তা করবে ব্রিটিশ সরকার। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ আবুল কালামকে বুঝিয়ে বললেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি সব থেকে ব্রিটিশ বিরোধী। ১৮৫৭-র মহাবিপ্লবের সময় বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের পাশে পেয়েছিল ইংরেজ শাসকরা। তখন মুসলমানরা ছিল ব্রিটিশদের সব থেকে বড়ো শত্রু। এখন পাশার দান উল্টে গেছে। ব্রিটিশ সরকার বাঙালি বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের দমন করতে বাঙালি মুসলমানদের তোষামোদ করে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিয়ে দিতে চায়। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গর পরিকল্পনারও উদ্দেশ্য তাই।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আবুল কালামের সঙ্গে দলের অনেক বিপ্লবীর পরিচয় করিয়ে দেন। আবুল কালাম বুঝতে পারে বিপ্লবীরা তার সামনে সব কথা আলোচনা করতে অস্বস্তিবোধ করে। বিশেষ করে দলের অভ্যন্তরের গোপন পরিকল্পনার সব সংবাদ তারা আবুল কালামকে দেয় না।

যুবক আবুল কালাম স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানেরও (১৮১৭-১৮৯৮) খুব ভক্ত। সদ্য প্রয়াত আহ্‌মেদ খানের লেখা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। আলিগড় আন্দোলনের এই শিক্ষাবিদ নেতা ভারতের মুসলমানদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে যে অশিক্ষা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কূপমন্ডুকতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন স্যার সৈয়দ। তাঁর দুটি লেখা Loyal Muhammadans of India and Cause of Indian Revolt আবুল কালাম মন দিয়ে পড়েছেন। বহু জায়গায় তিনি কিন্তু স্যার সৈয়দের অভিমতের সঙ্গে এক মত হতে পারেননি। অরবিন্দ ঘোষ এবং স্যার সৈয়দের কথার মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি মতের বৈপরীত্যও স্পষ্ট। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, দর্শন এসবের সঙ্গে পরিচিত হতে আবেদন জানান। স্যার সৈয়দের এই উদার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি আবুল কালামকে আকৃষ্ট করে। স্যার সৈয়দ দেখাবার চেষ্টা করেছেন ইসলামধর্ম খ্রিষ্টধর্মের নিকটতম। আবুল কালাম কোরান এবং বাইবেল খুব মন দিয়ে পড়েছেন। উভয় ধর্ম সম্পর্কে নানা চুল-চেরা বিচার তাঁর নখদর্পণে। তাই স্যার

সৈয়দের মূল বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত। অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে প্রাচীন বৈদান্তিক হিন্দুদর্শনকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ী চেতনার উৎস হিসেবে দেখবার যে প্রবণতা আবুল কালাম লক্ষ করেছেন, তাতে অরবিন্দর হিন্দু দর্শনভাবনার সঙ্গে তাঁর ইসলাম ধর্মের কোনো সংঘাত আছে বলে মনে হয়নি। অথচ স্যার সৈয়দ বলছেন, মুসলমানদের ইংরেজদের বন্ধু হওয়া উচিত। ইংরেজদের সবরকমভাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের দিতে হবে। ইংরেজদের মন থেকে এই ধারণা উৎপাটিত করতে হবে যে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মনোভাব এখনও মুসলমানদের বজায় আছে। এই কারণে স্যার সৈয়দ আহ্মেদ খানকে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি সমস্ত মুসলমানদের বলেন কংগ্রেসের সমস্ত সংগঠনের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ভবিষ্যতে কংগ্রেস সম্পূর্ণ একটি হিন্দু সংগঠনে পরিণত হবে। স্যার সৈয়দ আহ্মদ খানের ইংরেজ তোষণ নীতি যেমন মৌলানা আজাদ সঠিক বলে মনে করেন না তেমনি খান সাহেবের হিন্দু বিদ্বেষ এত আক্রমণাত্মক যে মৌলানা আজাদ তার বিরোধিতা না করে পারেন না। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের আহ্বান করে বলেন—

> 'মুহূর্তের জন্য স্মরণ করুন আপনারা কারা? আমরা ছ-সাতশো বছর ধরে ভারত শাসন করেছি। আমাদের হাত থেকেই ব্রিটিশ সরকার এদেশের শাসনভার নিয়েছে। সত্তর বছরেই আমরা আমাদের শৌর্যবীর্যের কথা ভুলে যাব? আমরা মছলিখোর নই, হাত কেটে যাওয়ার ভয়ে কাঁটা চামচ ধরতে ভয় পাই না। যারা একদিন আরব, এশিয়া ও ইউরোপকে কাঁপিয়েছিল, তাদের রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত। আমাদের জাতিই তরবারির জোরে গোটা ভারত জয় করেছিল।'
>
> [সরদার বল্লভভাই/ দীপঙ্কর ঘোষ, পৃঃ ২১৭]

এদিকে অরবিন্দ ঘোষ ও যুগান্তর দল সরাসরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যদিও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কোনো সহিংস আন্দোলনের ঘোর বিরোধী কিন্তু তিনি বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য স্থাপনে নিজে পথে নেমে এসেছেন। গান বেঁধেছেন। কলকাতার পথে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আবুল কালাম। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন যে সতীর্থ মুসলমান বন্ধুদেরও বোঝাচ্ছেন যে স্যার সৈয়দ আহ্মদের প্রগতিশীল ভাবনা যতই প্রশংসার হোক তাঁর দ্বিজাতি-তত্ত্ব তিনি কিছুতেই মানতে পারছেন না। (স্যার সৈয়দ আহ্মদ খানই মহম্মদ আলী জিন্নার আগে দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রচার করেন।) আবুল কালাম হিন্দু বিপ্লবী বন্ধুদেরও আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়কেই তোমাদের শত্রু ভাবা ঠিক নয়। কয়েকজন মুসলমান সরকারি অফিসারের আচরণ দিয়ে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু ভাইদের বিরূপ হওয়া